দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

53

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ শুভ সূচনা?

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র কর্মী ও সিরাজুস সালেহীন বাহিনী গত রোববার রাত ৩টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবন থেকে তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দীর্ঘ ১২ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর উপাচার্য ও তার পরিবারের সদস্যবর্গ মুক্তি পেয়েছেন। সাময়িকভাবে হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবীতে ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র অবরোধের সময় প্রশাসনের অনেকেই উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে কোন দায়িত্বশীল মহলই ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসী অবরোধের অবসান ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে রাজি ছিলেন না। শেষপর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী সরেজমিনে অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন।

সন্ত্রাসের কাছে নতিস্বীকার না করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছাত্রশিবিরের রাজনৈতিক গার্জেনদের মধ্যে শেষপর্যন্ত শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলেই আমরা আশা করতে চাই। তাদের বোঝা উচিত বেআইনী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সমর্থনে কেউ এগিয়ে আসবে না। সন্ত্রাসের মাধ্যমে কোন শুভ রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না।

আপোষ-মীমাংসা এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার পথ যে প্রশস্ত হয়েছে সে কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কেননা অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেও ছাত্রশিবির হুমকি দিয়েছে যে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে দেবে না। এমনকি সিনেট, সিণ্ডিকেটের বৈঠক ও বিধিবদ্ধ বিভিন্ন নির্বাচন ঠেকানোরও চেষ্টা নাকি তারা করবে। অতএব, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের উদ্বেগ-আতংকের অবসান হওয়ার মত পরিস্থিতি এখনো সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামী ছাত্রশিবির এবং তার রাজনৈতিক অভিভাবকরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতিবাজ', 'অত্যাচারী', 'আদর্শচ্যুত' ইত্যাদি নানা বিশেষণ ঢালাওভাবে ব্যবহার করে তার অপসারণ দাবী করছেন। উপাচার্যের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত ও সত্যাসত্য যাচাই হওয়ার আগেই তারা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকল করে দিয়ে বসে আছেন। এতে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। এসব অশুভ তৎপরতা থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্ধার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে হানাহানির নয়, পরস্পরবিরোধী মত ও পথের সহ-অবস্থানের ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির মাধ্যমে নির্বাচনের পর নিয়োগ করা হয়। তার যদি কোন সীমাবদ্ধতা থাকে অথবা তিনি যদি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন, তবে সেগুলোর নিশ্চয়ই তদন্তের দাবী রাখে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তার পদত্যাগের দাবীতে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের কাছে নতিস্বীকার করা হলে তা হবে সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ। অন্যদিকে আইনগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করার ক্ষমতাও সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয়নি। তাই সরকারকেও বুঝেসুঝে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা আশা করবো, সকল মহলের সীমাবদ্ধতা স্মরণ রেখে বন্দরনগরীর উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সবাই সচেতনভাবে এগিয়ে যাবেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে তৎপর হবেন।